ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহ.

(কিতাবুত তাওহিদ : কালিমাতুল ইখলাস ওয়া তাহকিকু মাআনিহা)

তাওহিদের মর্মকথা

অনুবাদ : আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২২
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৯০, US $ 5. UK £ 3

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-069-28206-4-4

Tawhider Mormokotha
by **Imam Ibn Razab Hambali**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহ.। অষ্টম শতকের বিখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। অসাধারণ সব গুণের আধার। ইতিহাসের কিংবদন্তি। তাঁরই কালজয়ী রচনা আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *তাওহিদের মর্মকথা*। মূল গ্রন্থটির নাম *কিতাবুত তাওহিদ*। এরই অপর নাম *কালিমাতুল ইখলাস ওয়া তাহকিকু মাআনিহা*। সহজ-সরল ভাষায় তাওহিদের মূল পাঠ সযত্নে তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থটিতে। অনুবাদ করেছেন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আলিম, লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক আলী হাসান উসামা। পাঠকপ্রিয় বেশ কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে তিনি পাঠকের মন জয় করে নিয়েছেন।

ইমাম ইবনু রজব রাহ.-এর এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে দুর্বোধ্য কোনো পাঠ নেই; বরং এর প্রতিটা ছত্র পাঠকের সহজে বোধগম্য হবে এবং গ্রন্থটি সবার জন্য সুখপাঠ্য হবে।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এই সংস্করণে বানান ও ভাষাগত কিছু কাজ করা হয়েছে। সেটিং করা হয়েছে নতুনভাবে। তারপরও কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করবেন আশা করি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব এবং কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

তাওহিদ পরিচিতি	০৫
তাওহিদের মর্মকথা	১৩
চিরস্থায়ী জাহান্নাম তাওহিদপন্থিদের জন্য নয়	১৭
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তসমূহ	১৯
জান্নাতে প্রবেশের শর্তসমূহ	২৩
নুসুস অনুধাবনের শাস্ত্রীয় পন্থা	২৭
শিরক ও কুফরের রয়েছে মূল ও শাখা-প্রশাখা	২৯
শয়তানের আনুগত্য রাহমানের তাওহিদকে ত্রুটিপূর্ণ করে	৩৩
আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন	৩৬
ভেতর-বাইরের পারস্পরিক সম্পর্ক	৩৯
মুক্তি কেবল নির্মল অন্তরের অধিকারীদের জন্য	৪২
রিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থেকো	৪৪
সত্যান্বেষীদের জন্যই জান্নাত	৪৭
কালিমায়ে তাওহিদের ফজিলত	৫১
শেষ মিনতি	৬৪

তাওহিদ পরিচিতি

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর সত্তা শরিক, সদৃশ, সমকক্ষ এবং প্রতিপক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যিনি গর্বিত আরশের অধিকারী। যাঁর মর্যাদা সুমহান। যিনি মহাপরাক্রমশালী। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এ তো এমন এক কালিমা, যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে গোটা সৃষ্টিজীব, যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং যার ভিত্তিতেই মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে—হতভাগা ও সুভাগা।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং তাঁর হাবিব; যিনি প্রেরিত হয়েছেন জিন এবং মানবজাতির জন্য, স্বাধীন-পরাধীন সবার জন্য; যেন তিনি এই কালিমার মাধ্যমে তাদের বের করে আনেন শিরকের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে তাওহিদের উজ্জ্বল আলোর দিকে। তিনি তো সেই সত্তা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুফর, বিদআত এবং জাহিলি যুগের অন্ধ অনুকরণের মূলোৎপাটন করেছেন।

হে আল্লাহ, আপনি সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি—তাওহিদের প্রতি আহ্বানকারী এবং নিকটবর্তী-দূরবর্তী সবার জন্য কল্যাণকামীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ—এবং তাঁর সাহাবিগণের প্রতি, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন শহরে-নগরে, মরুপ্রান্তর ও মফস্বলে। আপনি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন ইলমের ন্যায়নিষ্ঠ ধারক-বাহকদের প্রতি, যাঁরা দীন থেকে প্রত্যেক অবাধ্য-বিদ্বেষীর বিকৃতি এবং প্রত্যেক উদ্ধত বাতিলপন্থির মিথ্যাচার সযত্নে নিরোধ করে চলছেন অবিরত।

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সুরা আনআম : ৭৯]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। [সুরা জারিয়াত : ৫৬]

তিনি আরও বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের আগে যারা গত হয়েছে তাদের; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। [সুরা বাকারা : ২১]

রাসুল ﷺ বলেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

কিয়ামতের আগে আমি প্রেরিত হয়েছি তরবারিসহ, যতক্ষণ-না ইবাদত এক আল্লাহর হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করা হয়। আমার রিজিক নির্ধারণ করা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। আর যারা আমার দীনের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তাদের জন্য রাখা হয়েছে তুচ্ছতা ও লাঞ্ছনা। যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আল্লাহ তাআলার ইবাদত, তাওহিদ এবং দীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করার নির্দেশ-সংবলিত আয়াত দ্বারা পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ। তাওহিদ হলো এই দীনের সূচনা ও সমাপ্তি, বাহ্য ও অভ্যন্তর। তাওহিদই সেই বিষয়, নবিগণ সর্বপ্রথম যার দিকে নিজ

[১] *তাবরানি* : ১৪১০৯; *শুআবুল ইমান* : ১১৫৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৫১১৫-৫৬৬৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ১৯৪০১।

নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন। নুহ আ. থেকে সূচিত হয়ে যার সমাপ্তি হয়েছিল প্রিয়নবি ﷺ-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ﴾

আমি নুহ আ.-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম এই বার্তাসহ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। [সুরা হুদ : ২৫-২৬]

হুদ, সালিহ ও শুয়াইব আ. এবং অন্যান্য নবি-রাসুলও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে একই কথা বলেছেন। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিচ্ছেন,

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

আপনার আগে আমি যত নবি পাঠিয়েছি, সবার কাছেই ওহি মারফত এ বিধান অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো। [সুরা আম্বিয়া : ২৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোনো-না কোনো রাসুল পাঠিয়েছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত পরিহার করো। [সুরা নাহল : ৩৬]

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর তাওহিদ এবং ইবাদতই হলো সকল নবির দাওয়াতের সারকথা এবং এর সর্বোচ্চ শিখা। ইমান ও কুফর, ইসলাম ও শিরকের সীমারেখা। একইভাবে আখিরাতে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে মুক্তির অনন্য উপায় আর দুনিয়াতে রক্ত, সম্পদ এবং বংশরক্ষার বিকল্পহীন মাধ্যম। আল্লাহ বলেন,

﴿هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

এটা সব মানুষের জন্য এক বার্তা এবং এটা এ জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে যে,

সত্য-উপাস্য কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা ইবরাহিম : ৫২]

আল্লাহ থেকে প্রকাশিত কাজের ক্ষেত্রে তাওহিদ

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। তিনিই সৃষ্টি করেন, মৃত্যুও তাঁর হাতে। তিনিই রিজিক দেন, উপকার-অপকারের ক্ষমতাও তাঁর কর্তৃত্বে। তিনিই বিধানপ্রণয়ন করেন, কোনো বস্তু হালাল করেন আবার কোনো বস্তু হারাম করেন। বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা এবং শাসনকর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। এ ছাড়া আরও যত কর্মবাচক সিফাত রয়েছে, সর্বক্ষেত্রে তাঁকেই এক ও অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা দেওয়াই তাওহিদের দাবি। কারণ, তাঁর সঙ্গে আর কোনো রব নেই, যিনি বিশ্বচরাচরের বিষয়াদির দেখভাল করেন কিংবা এ বিশ্ব পরিচালনা করেন। আকাশ কিংবা পৃথিবীতে কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।

এটাকেই আলিমগণ 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ' নামে নামকরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা সবকিছুর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং অধিকারী। সুতরাং যে বিশ্বাস করবে, পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিংবা অন্য কোনো সত্তা উপকার-অপকারের ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে অন্য কাউকে শরিক করল। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের শরিক গণ্য করেছ তাদের ডাকো। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই; আর তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। [সূরা সাবা : ২২]

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে তাওহিদ

সকল বান্দা তাদের এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যেই নিজেদের সব কাজ সম্পাদন করবে। বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকেই প্রত্যাশা করবে। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে প্রত্যাশা করবে না। বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে, বিপদে একমাত্র তাঁরই

দ্বারস্থ হবে। বান্দা একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসবে এবং তাঁকেই ভয় করবে। বান্দা একমাত্র তাঁরই অভিমুখী হবে, তাঁরই উদ্দেশ্যে জবাই, মানত ও শপথ করবে। প্রদক্ষিণও শুধু তাঁর ঘরকেই করবে। অন্তর একমাত্র আল্লাহর জন্যই শূন্য থাকবে, দৃষ্টি শুধু তাঁর দিকেই নিবিষ্ট থাকবে। আশা ও ভীতি উভয় অবস্থায় চেহারা একমাত্র তাঁর সামনে সমর্পিত থাকবে। অন্তরে গায়রুল্লাহর জন্য কোনো অংশ থাকবে না; বরং অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে ধাবিতই হবে না। আল্লাহর স্মরণই তাদের অন্তরের প্রশান্তি এবং এতেই তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

একমাত্র আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, তাঁর জন্য একনিষ্ঠ বন্দেগি এবং সর্বদা অন্তর তাঁর দিকে ধাবিত করে রাখা ছাড়া তাদের জীবন সুখকর হয় না এবং জীবনে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। আলিমগণের পরিভাষায় এটাকেই 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ' বা আমল, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার তাওহিদ বলা হয়।

আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে তাওহিদ

আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যেসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও তাঁর জন্য সেসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের ব্যাপারে সকল সৃষ্টি থেকে অধিক অবগত। একইভাবে রাসুল ﷺ আল্লাহর জন্য যেসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও তাঁর জন্য সেসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করব। নিশ্চয়ই রাসুল ﷺ আল্লাহর ব্যাপারে অন্য সকল সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক অবগত। তবে আমরা আল্লাহকে কোনো রূপে রূপায়িত করব না। বান্দাদের সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য নিরূপণ করব না। তাঁর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাবিল' (ব্যাখ্যা) কিংবা 'তা'তিল' (নিষ্ক্রিয়করণ)-এর আশ্রয় নেব না। আমরা তাঁর নাম ও সিফাতগুলো তাঁর জন্য এমনভাবে সাব্যস্ত করব, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের সঙ্গে উপযুক্ত। আল্লাহ নিজে তাঁর থেকে যা কিছু নিরোধ করেছেন, একইভাবে তাঁর রাসুল তাঁর থেকে যেসব বিষয় নাকচ করেছেন এবং যেসব বিষয় তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি—এ ধরনের সব বিষয় থেকে আমরা আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করব। আলিমগণের পরিভাষায় এটাকেই 'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত' বলা হয়।

এটাই সেই ইসলাম, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের এ ইসলামই আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকেই জনসমক্ষে এই ইসলামের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۝ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

الْمُسْلِمِيْنَ ○ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ○ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۭ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴾

বলে দিন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি এমনভাবে যে, আমার আনুগত্য হবে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি হই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। বলে দিন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহা বিপদের শাস্তির। বলে দিন, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত করো। বলে দিন, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও পরিবারবর্গ সবই হারাবে। মনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। [সূরা জুমার : ১১-১৫]

আল্লাহ তাআলার তাওহিদ বাস্তবায়িত হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে। এই কালিমা মুখে উচ্চারণ করা, এর আলোকে জীবন পরিচালনা, গায়রুল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর জন্য নিজেকে সমর্পণ, এর দাবিগুলো আঁকড়ে ধরা এবং এর শর্তসমূহ মান্য করা; আর একে জীবনের একমাত্র সংবিধান হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে। মানুষের জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে এই কালিমার আলোকে; হোক তা ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিসরে। ঘর, বাজার, মসজিদ, রাষ্ট্র এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই কালিমার আলোকেই পরিচালিত হবে জীবনের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি কাজ।

শায়খ আবদুর রাহমান ইবনু হাসান রাহ. বলেন,

> জেনে রেখো হে ইনসাফকারী, আল্লাহর সুসংহত দীন এবং তাঁর সিরাতে মুসতাকিম স্পষ্ট হয় তিনটি বিষয় জানার মাধ্যমে, যে বিষয়গুলো দীনের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই আমল সুসম্পন্ন হয়; শরিয়ার দলিল ও আহকামের আলোকে। যখন এ বিষয়গুলো ত্রুটিপূর্ণ হয় কিংবা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন সেই জীবনব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। বিষয় তিনটি হলো—
>
> তোমার এ বিষয়টি জানা প্রয়োজন যে, দীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ, ইমানের মূল ও তার সার হলো আল্লাহর তাওহিদ, যা-সহ প্রেরিত হয়েছেন সকল নবি এবং যা-